পাঠ্যপুস্তকে অমার্জিত সংযোজন

মর্জিনা আফসার রোজী

শিক্ষা এমন একটি বিষয়, যা মানুষকে সভ্যতা, ভদ্রতার জ্ঞানে জ্ঞানী আর রুচিশীল হওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। বিশেষত ন্যায়সঙ্গত শিক্ষা ব্যবস্থাই ব্যক্তিকে ভবিষ্যতের দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে। বর্তমান বিশ্বে ২০ কোটির বেশি মানুষ রয়েছে যারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। এ-ভাষাটি অনেক সমৃদ্ধশালী এবং ব্যাপক প্রচলিত। তাই ভাষার যথাযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমেও অনেক না-বলা কথা বোঝানো সম্ভব। তথাপিও কোনো ধরনের সংকোচ এবং সম্মানের তোয়াক্কা না করে অশোভন, অমার্জিত এবং অশ্লীলভাবে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলো রচিত হয়েছে। যে বইয়ের কিছু অংশ পাঠ করলে নিজেকেই নিজের কাছে লজ্জিত হতে হয় আর চারদিকে দৃষ্টি পড়ে কেউ আবার এ লেখাগুলো দেখে ফেললো কি-না।

অতএব এ বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে বালক/বালিকা, তরুণ-তরুণী একই সঙ্গে শিক্ষক/শিক্ষিকার কাছে কি করে শিক্ষা গ্রহণ করবে? আমি নিজে একজন নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর অভিভাবক। প্রথমে দেখলাম 'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বইয়ের ৮২ নম্বর পৃষ্ঠায় হালাল-হারামের যে পার্থক্য বোঝাতে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, দেবদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত পশুর গোশত খাওয়াও হালাল। অথচ ইসলামের মূল শিক্ষা হলো আল্লাহর পবিত্র নাম ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করলে সে গোশত কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয়।

ফোকাস

তাছাড়াও পশু-পাখি জবাই করার সময় আরও কিছু নিয়ম-কানুন মেনে বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর উচ্চারণ করতেই হবে। যে কারণে প্রবাসীরা ইউরোপ আমেরিকায় যাক না কেন গোশত খেতে গেলে হালাল দোকান খুঁজে নেন। নয়ত গোশত খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। আর সেখানে এমন একটি বিষয় শ্রেণী-শিক্ষার পুস্তকে অবলীলায় দিয়ে দিয়েছে? এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যথেষ্ট জ্ঞানী লেখক দ্বারা এ পুস্তকগুলো রচিত হয়নি। যে-শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে একজন মানুষের জীবন গড়ে, তার ভবিষ্যৎ ন্যায়-নীতি-আদর্শ-মহানুভবতা নির্ভর করে সেখানে এতোটা তাচ্ছিল্য অপ্রত্যাশিত। হালাল-হারামের পার্থক্য বোঝাতে অনেক ক্ষেত্রে নিত্যনতুন নেশাজাত দ্রব্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা বইতে মহানবী (সা.) সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দিয়ে কচি হৃদয়ে সন্দেহের বিষ ঢোকানো হয়েছে। ওই বইতে ৫৮নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ইসলাম এত উদার যে, মহানবী (সা.) ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের মদিনার মসজিদে এবাদত করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের এই তথ্যের সাথে ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকরা সম্পূর্ণ দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। এটি ইসলামের ইতিহাসের চরম বিকৃতি। সরকারি বইতে এভাবে ইসলামের ভুল ইতিহাস তুলে ধরা ইসলামের ওপর সুকৌশল আঘাত। নবম-দশম শ্রেণীর বায়োলোজি পুস্তকে এইচএসসি ক্লাসের বিষয়গুলো বিন্যাস্ত করেছে। নারী পুরুষের শরীরের পার্থক্য বোঝাতে পরিপূর্ণ মানবশরীরের উলঙ্গ ছবি উপস্থাপন করেছে, যে দিকে চোখ পড়লে আপনা আপনি দৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। আর যে নগ্ন শরীর এখনো দেখা হয় নাই সেদিকে তাকিয়ে তরুণ-তরুণীদের অনুভূতি কি হতে পারে সেটা সহজেই অনুমেয়। আমি যার অভিভাবক তাকে বললাম, ভাইয়ার কাছে বাইলোজি পড়, সে আমাকে বইটি এনে দেখিয়ে বলল, এসব কী বড় ভাইয়ের কাছে পড়া যায়? সাথে সাথে শঙ্কা এবং আতঙ্ক প্রকাশ করে বলল, স্কুলে আমাদের শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়টি পুরুষ স্যার পড়ায়। কীভাবে ওই ক্লাশ করব। এই বইটি এবার বাধ্যতামূলক করেছে। বাধ্য হয়েই মা হিসেবে কিছু অজানা বিষয় তাকে খুবই সংযত উপায়ে বোঝালাম। যাতে সে পুরুষ শিক্ষকের কাছে কোন প্রশ্ন করে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতে না পড়ে। তবে ওই বিষয়গুলোর গভীর পর্যালোচনায় যেতে নিজেই সংকোচ বোধ করছিলাম।

> কোনো মেয়ে যদি আলোচিত বিষয়গুলো শিক্ষকের কাছে পড়তে যায়, আর ওই শিক্ষক সুকৌশলে মেয়েটিকে একা করে পরিমল হয়ে যায়, তখন সেটার দায় কে নেবে? শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এমন হঠকারী সিদ্ধান্তে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জীবন শঙ্কার মধ্যে পড়েছে। বলা হচ্ছে, আগামী বছর থেকে বিষয়গুলো সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু এ বছরের ভোগান্তিটা আমরা কার পাপে ভুগছি?

বয়স না হতেই জোর করে এই অসভ্য শিক্ষাটা দেয়ার কী প্রয়োজন ছিল? শত শত অভিভাবকের এ প্রশ্নের জবাব শিক্ষামন্ত্রীর দেয়া উচিত। ক্ষতি আমাদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের। কিন্তু লাভটা কার? ষষ্ঠ শ্রেণীর শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম আমাদের জীবনের বয়ঃসন্ধিকাল বইটিতে ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০ ও ৫১ পৃষ্ঠায় যে ভাষায় নিরংকোচে স্পষ্টভাষায় খোলামেলা আলোচনা করেছে, সেটা এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়।

বিশেষ করে ওই লেখাগুলো পাঠ করলে শিক্ষামন্ত্রীর তদারকির অভাব আর লেখক, প্রকাশক আর সম্পাদকের উদ্ভটার প্রতি আসক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে, গোপন বিষয় গোপন রাখ, সেখানেই কল্যাণ। পৃথিবীর সৃষ্টি-লগ্ন থেকে আজ অবধি মানুষের জীবনে ওই ঘটনাগুলো ঘটেছে– তাই বলে প্রয়োজনীয় সময়ে কার কি সমস্যা হয়েছে। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন আর প্রজনন অবস্থা নিয়ে কে কোন সমস্যায় পড়েছে যে ছেলে-মেয়েদের ইচ্ছাকৃত ভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অন্ধকার গলির পথ দেখিয়ে দিতে হবে। আকাশ সংস্কৃতির কারণে এমনিতেই বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীরা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই এমন রহস্যের গন্ধ পায়, যে কারণে তাদের সাবালক হওয়ার বয়স নাবালক থাকতেই এসে যায়। তারপর এভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষা, বায়োলোজি এবং ইসলাম ধর্ম পুস্তকে যদি কেবল নোংরা বিষয়গুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি হয় তবে তো শিশুমনের স্বাভাবিক কৌতূহলী অনুভূতির অপব্যবহার ঘটবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে আগামী দিনের নাগরিকগণ যৌনমুখী আর অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠবে। কাদামাটিসম শিশুদের মনে নিষিদ্ধ ও আকর্ষণীয় বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অভিজ্ঞ করে তোলার পদ্ধতি কোনো অবস্থাতেই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। এই সুযোগের রেশ ধরে নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ এবং ইভটিজিংয়ের মাত্রা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাবে। শুধু শিক্ষামন্ত্রীর অনুরদর্শী পদক্ষেপের কারণেই আজ নতুন প্রজন্মের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ধূসরবর্ণ ধারণ করেছে। ঢাকা অঙ্গের প্রদর্শন আর গোপন বিষয়ের চর্চা কখনো কোনো দেশে কোনোদিন কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। উদাহরণ স্বরূপ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের দিকে তাকাই। সেখানে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে মাত্রাতিরিক্তভাবে যৌননিপীড়ন তথা ধর্ষণের মাত্রা বেড়ে গেছে। কারণ তারা সৃষ্টিকর্তা নির্দেশিত আড়ালের বিষয়টিকে প্রকাশ্যে নিয়ে বিচরণ করে।

বর্তমানে ভারতে কোনো নারী ও শিশু এমন কি পর্যটক নারীরা পর্যন্ত নিরাপদ নয়। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে দিয়েছে তাদের নাগরিকদের ভারতে যাওয়ার পূর্বে ভালো করে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সেখানে যেতে। বিশ্বের সমৃদ্ধশালী দেশ আমেরিকায় এ সমস্যাটি প্রকট। সেখানে ১২/১৩ বছরের মেয়েরা পথহারে গর্ভবতী হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষক, সহপাঠী এবং নিকট আত্মীয়-স্বজন দ্বারা কিশোরী মেয়েদের ওই অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে কারণে ওই দেশের সরকার মেয়েদের ব্যাগে জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ সাথে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। সে সাথে গর্ভবতী না হওয়ার জন্য পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ ঘোষণা করেছে। বিশ্বের সার্বিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ করলে মনে হবে ওদের চেয়ে কিছুটা হলেও আমাদের দেশের কিশোরী-তরুণীরা মানসম্ভ্রম নিয়ে সুরক্ষিত আছে। যদিও ভিকারুননিসা কলেজের পরিমলের কথা আমরা কেউ ভুলিনি।

কোনো মেয়ে যদি আলোচিত বিষয়গুলো শিক্ষকের কাছে পড়তে যায়, আর ওই শিক্ষক সুকৌশলে মেয়েটিকে একা করে পরিমল হয়ে যায়, তখন সেটার দায় কে নেবে? শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এমন হঠকারী সিদ্ধান্তে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জীবন শঙ্কার মধ্যে পড়েছে। বলা হচ্ছে, আগামী বছর থেকে বিষয়গুলো সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়া হবে। কিন্তু এ বছরের ভোগান্তিটা আমরা কার পাপে ভুগছি?

-□ লেখক : প্রাবন্ধিক ও সংগঠক